REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৭ই অগ্রহায়ন বুধবার ১৩৩৯ ইংরাজী 23rd November 1932 | ২৬শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷০ টাকা। নগদ মূল্য /১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটি, বল্ট, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

বড়বাজার।

হিলিংবাম

গত ৩৮ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না বা অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পার না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই, এম, এস, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৵০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৩৯ সাল।

নাগা সন্ন্যাসীর দণ্ড।

ই আই রেলের আসানসোল ও বর্দ্ধমান হইতে বিনা টিকিটে রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করায় ৫২ জন নাগা সন্ন্যাসী হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্টর মিঃ জে, এ, বেকীর এজলাসে অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্টর তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ৩৲ টাকা জরিমানা ও রেলের ভাড়া দেওয়ার আদেশ করেন। কিন্তু সন্ন্যাসীরা কিছুই দেয় নাই। তাহাদের কাছে কিছুই ছিল না। ফলে, তাহাদিগকে আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

গবর্ণরের দুর্ঘটনা।

গত ২০শে নভেম্বর বাঙ্গালার লাট স্যার জন এণ্ডারসন টেনিস খেলিতে যাইয়া বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার স্কন্ধদেশের একটি পেশী স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা পুনরায় যথাস্থানে বসান হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা ভালই আছে। গত ২১শে নভেম্বর বৈকালে লাট সাহেবের স্কন্ধ দেশ রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে তাঁহার হাড়ের স্থানচ্যুতি আশানুরূপ কমিয়া গিয়াছে কিন্তু বাহুর বড় হাড়খানি হইতে সামান্য এক টুকরা হাড় খসিয়া গিয়াছে। এই জন্য অধিক দিন তাঁহাকে বাহুর কার্য্য হইতে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইবে।

ডক্টর রমণের সম্মান।

গত সপ্তাহে বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক স্যার সি ভি রমণকে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি দিয়া সম্মানিত করা হইয়াছে। তিনি প্যারিসের আন্তর্জ্জাতিক বণিক সমিতির কার্য্যালয় পরিদর্শনেও গিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে এক জলযোগ সভায় অভ্যর্থনা করা হয়।

ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্ব।

নিম্নলিখিত ভারতীয় ছাত্রগণ এবার গ্লাসগো বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন— (১) মহম্মদ ইউনুসা খাঁ, (২) সুহৃদচন্দ্র মজুমদার, (৩) অর্জ্জুন্সিং টেহারা, (৪) অনিলচন্দ্র দাশ ভৌমিক, (৫) সুবলকুমার চৌধুরী।

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩২।

১০৫৬ খাং ডিঃ অধরচন্দ্র মণ্ডল দীং দেং প্রমোদ-কিশোর রায় দাবি ৪১৮৶৩ পং গনকর মৌজে মহম্মদপুর ২-৬৭ শতকের কাত নিজাংশে ২৷৴৭ পাই আঃ ১৬৲। প্রকাশ থাকে যে সন ১৩৪০ সাল হইতে টাকা প্রতি ৴১০ হিসাবে জমা বৃদ্ধির হুকুম হইয়াছে।

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩২।

৫০১ মনি ডিঃ বিন্দুবাসিনী সরকার দেং জামিনদার নটবর দাস দাবি ১৯৯৸৶০ মৌজে উত্তর রমনা ৬-৫১ শত-কের কাত ১৮৶৭ দেনদারের এক-পঞ্চমাংশ আঃ ২৫৲

পত্নী-বিয়োগে আত্মসম্বিৎ।

শুধু মনোরমা তুমি ছিলেনা আমার
মনবৃত্ত্যনুসারিণী ছিলে মম তুমি,
শুধু যে বচন-সুধা মুখ চন্দ্রমার
ঢালি স্নিগ্ধ করি মম হৃদি-মরুভূমি
তুষিতে আমারে দেবী! তাতো শুধু নয়;
তোমার অভাবে আজি বুঝিনু নিশ্চয়
কি যে ভালবাসা তুমি বাসিতে আমায়;
আমি তার বিনিময়ে কি দিয়ে তোমায়,
করিয়াছি ঋণ শোধ—লজ্জা হয় মনে
তুলনায় অতি তুচ্ছ তব দান সনে।
কিজানি কেমনে মম হৃদয় বাসনা
আগেই জানিতে তুমি, করিতে কামনা
কেমনে সে বাসনার করিবে পূরণ,
বুঝিতে পারিনি দেবী, এবে সে চেতন
লাভলাম ভাল মতে, ঠেকে শিখিলাম
আরো যে কি আছে মোর শেষ পরিণাম
আমিতো জানিনা তাহা জগন্নাথই জানে।
কিন্তু দেবী বল দেখি, কোন্ অভিমানে
পুত্র শোকাতুর পতি; তাহে বর্ষীয়ান
জীবন সায়াহ্ন তাহে শক্তি অবসান
পথভ্রান্ত, পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ম্রিয়মান
দেখিয়া শুনিয়া তারে, অকালে চলিলে,
অপগণ্ড শিশু সেবা ভার তারে দিলে?
এই কি উচিত কাজ! অনিন্দ্যসুন্দরী
যোগমায়া মায়া তব বুঝিতে না পারি।
সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ সেবি অকাতরে
কাতর কি হ'লে, তাই গেলে চিরতরে?
প্রথমা ভার্য্যার শোক শেল বিদ্ধ বুকে
কত ইতস্ততঃ করি, যে দিনে তোমাকে
সন্দেহ দোলায় দুলি করিনু ধারণ,
সে দিনে যা বলেছিনু, সম্পূর্ণ পালন
করিয়াছ তুমি দেবী, স্ত্রীভাগ্য আমার
স্বর্গসুখ দান ইহা মাতা শারদার।
যতদিন ছিল ভাগ্যে করেছি সম্ভোগ,
ভোগ শেষে বিধাতার নিয়মই বিয়োগ,
তাহে কোন দুঃখ নাই, এইমাত্র দুখ
শেষ দেখা ঘটে নাই, তাই ফাটে বুক
দিলে কেন তবে তব সেবা যত্ন ক'রে
যদিচ কিঞ্চিৎ তব ঋণ পারাবারে
শোধ দিতে পারিতাম, তবেত আমার
হইত পূরণ কিছু ক্ষুদ্র বাসনার।
অলঙ্ঘ্য বিধির বিধি জানি চিরতন
জন্মিলে মরণ হয়, শোক অকারণ
তারাপুর, বীরভূমে মহা পীঠ-স্থান,
বড় ভালবাসি আমি সে মহাশ্মশান,
তারিণী চরণামৃতে শীতল সৈকতে
তাইকি প্রাণের জ্বালা আসিলে জুড়াতে,
নারায়ণ ক্ষেত্র গঙ্গাতট ভূমি ছাড়ি?
দ্বারকাও সুপবিত্র সম গঙ্গা-বারি!
যাও দেবী যাও চলি সদানন্দ ধামে
বস গিয়া সমপ্রাণা কালীদাসী বামে
রাখিও কিঞ্চিৎ স্থান দোঁহা মাঝখানে
আমিও সত্বর যেন মিলি দোঁহা সনে
ধর্ম্মাধর্ম্ম সমযুক্ত লোভ মোহাবৃত
অসংযমী অধমের সন্তাপিত চিত
সংযমের শক্তিগুণে করি সঞ্চালিত
জীবনের বাকী কটা দিন যাতে যায়
এই ভিক্ষা ভগবান মাগি তব পায়
আর কোন সাধ নাই ওহে ভবধব
ভক্তি যেন থাকে মোর শ্রীচরণে তব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বেঙ্গল পাবলিসিটী বোর্ড হইতে প্রকাশিত পুস্তিকা

(প্রাপ্ত)

মত ও পথ।

যাহাদের মতের স্থিরতা থাকে, তাহারা আপনাদের কাজের জন্য উপযুক্ত পথ স্থির করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে পারে। আর যাহাদের মতের স্থিরতা নাই, তাহারা পথ স্থির করিতে না পারিয়া প্রায়ই বিপথে যায়।

আজকাল এ দেশে কংগ্রেস যে ভাবে কাজ করিতেছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, কংগ্রেসের মতের স্থিরতা নাই। দেশের শিক্ষিত বিজ্ঞ-লোকেরা এক সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারের আলোচনা করেন, দেশের লোকের অভাব ও অভিযোগের কথা সরকারকে জানাইয়া প্রতি-কারের চেষ্টা করেন, দেশের লোককে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ ও অধিকার সম্বন্ধে শিক্ষা দেন, ইহাতে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না। এদেশের সরকারও তাহাতে আপত্তি না করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাহার কারণ, এদেশের লোককে উপযুক্ত দেখিয়া রাজ-নৈতিক অধিকার দান করাই সরকারের ইচ্ছা। কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব্বে লর্ড রিপণের সময় সরকার এদেশের লোককে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন দিয়াছিলেন। যাহারা লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের কাজ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, স্থানীয় কাজে কত ক্ষমতা ক্রমে সরকারের হাত হইতে দেশের লোকের হাতে আসিয়াছে। দেশের শাসন কাজে কংগ্রেস যখন যে অধিকার চাহিয়াছেন, তখনই সরকার তাহা যত্নসহকারে বিবেচনা করিয়াছেন। সরকার ক্রমে দেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে লোকের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়া আপনাদের ক্ষমতা কমাইয়া আনিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য—দেশের লোককে ক্রমে দেশের কাজে শিক্ষা দেওয়া। প্রথমে লর্ড ল্যান্সডাউন যখন বড় লাট তখন এবং তাহার পর লর্ড মিণ্টোর সময়ে এই অধিকার বাড়ান হয়। শেষে মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কারে এদেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন সেরূপ শাসনের আরম্ভ—ক্রমে দেশের লোককে অধিক অধিকার দেওয়াই সরকারের ইচ্ছা ছিল।

ইহার পূর্ব্বে কংগ্রেস কি চাহিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কংগ্রেস যাহা চাহিবারও কল্পনা করে নাই, দেশ তাহাই পাইয়াছে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন বড় লাট তখন তিনি নিজেই এদেশের লোকের রাজনৈতিক অধিকার বাড়াইবার জন্য বিলাতী সরকারকে লিখেন। তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী ভারতীয় সভ্যরা একযোগে শাসন-সংস্কারের এক প্রস্তাব পেশ করেন। তাহার পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেই লক্ষ্ণৌএ কংগ্রেসের ও মস্লেম লীগের অধিবেশন হয়। তখন হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের নেতারা বিশেষ বিচার ও বিবেচনা করিয়া শাসন-সংস্কার কিরূপ হইলে দেশের উপযোগী হইবে ও দেশের নেতারা তুষ্ট হইবেন তাহা স্থির করেন। সেই দীর্ঘ প্রস্তাব প্রদান করিবার স্থান আমাদের নাই; তাহার প্রয়োজনও নাই। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন—প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে—

(১) চারি-পঞ্চম ভাগ নির্ব্বাচিত ও এক-পঞ্চম ভাগ সরকারের মনোনীত সভ্য থাকিবেন।

(২) সভ্যরা সে সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন।

(৩) প্রদেশ সম্বন্ধীয় সব কাজের ব্যবস্থা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক শত পঞ্চাশ জন সভ্য থাকিবেন এবং তাঁহাদের চারি-পঞ্চম ভাগ নির্ব্বাচিত হইবেন।

রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা তাঁহারা বলেন নাই।

এই প্রার্থিত অধিকারের তুলনায় দেশের লোক যে অনেক অধিক অধিকার পাইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন প্রদেশের গবর্ণরদিগের ও বড় লাটের ক্ষমতা বহু পরিমাণে সঙ্কোচ করা হইয়াছে, আর প্রদেশগুলিতে জাতিগঠন যে সব বিভাগের কাজ সে সব বিভাগের ভার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মন্ত্রীদিগের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যে কাজে দেশের স্থায়ী উপকার ও উন্নতি সে কাজ দেশের লোকের প্রতিনিধিরা করিবেন। এই শাসন-সংস্কার এদেশে প্রবর্ত্তন করিবার সময় সম্রাটের পক্ষে তাঁহার পিতৃব্য, সত্যই বলিয়াছিলেন—ইহাতে ভারতবর্ষে স্বৈর শাসনের শেষ করিয়া জনগণকে স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল। তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের লোক যে অবস্থায় আসিয়াছে তাহাতে আর স্বৈর শাসন রক্ষা করা সঙ্গত হয় না। মনে রাখিতে হইবে, দেশের লোককে এই অধিকার ইংরাজ সরকার না চাহিতেই দিয়াছিলেন এবং তাহাতেই প্রমাণ হয়, তাঁহারা এদেশে দায়িত্বশীল শাসন অর্থাৎ দেশের লোককে দেশ শাসনের অধিকার দিবার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ

জঙ্গিপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী।

—•—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে মাননীয় জঙ্গিপুরের সবডিভিস্যনাল্ অফিসার মহাশয়ের উদ্যোগে একটী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। প্রদর্শনী তিন দিন স্থায়ী হইবে। জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত সর্ব্বপ্রকার কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার জন্য আয়োজন করা হইতেছে। কৃষি ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণকে প্রদর্শনীতে পাঠাইবার উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। রেশমজাত দ্রব্য, কম্বল, কাংসজাত দ্রব্য, লৌহজাত দ্রব্য, কাষ্ঠজাত দ্রব্য, কার্পেট, সূচীশিল্প ও অঙ্কনের বিষয় চিন্তা করা হইয়াছে।

অন্যান্য শিল্পের নাম পাইবার জন্য কার্য্যকরী সমিতি আগ্রহান্বিত আছেন। উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রদর্শনীকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর প্রদর্শনীর সভাপতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।
সেক্রেটারী
এগ্রিকালচারাল ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রদর্শনী।

মহারাজা, রাজা, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূল্য প্রতি শিশি ৷৶৹ বার আনা।

বাতের তৈল

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে ফলপ্রদ।

মূল্য ৪ আঃ শিশি ১৷৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী (বিশ্বাস) কবিরত্ন
সোণামুখী অফিস,
মণিগ্রাম পোঃ, (মুর্শিদাবাদ।)

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।

সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং

প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

হোমিও ঔষধ! হোমিও ঔষধ!!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৶৹ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সংরক্ষণের অভিনব প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্ম আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মজনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেন :—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৭২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

প্রমাণ!

"সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টি পীড়ায় 'সুরবল্লী কষায়' ব্যবহারে, সন্তোষজনক ফল লাভ করা যায়।"
সিভিল সার্জ্জন ডাঃ এ, এ, ফার্ম্মি...L. R. C. P. & S.

"আমি 'সুরবল্লী কষায়ে'র শোণিতশোধকতা গুণের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি।"
ডাঃ বি, কে, বসু, M. D., I. M. S.

রক্তে দূষিত বীজাণু!

অনেকের মতে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হেতু চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে। রক্তে দূষিত জীবাণু ইহার প্রধান কারণ।

বহু পরীক্ষার সাফল্য ও বিক্রয়াধিক্যই সুরবল্লী কষায়ের শোণিত-শোধন-গুণ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

আপনিও প্রত্যক্ষ করুন।

আট আউন্স শিশিতে ১৷৹ টাকায় বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সুরবল্লী কষায়।

দূষিত রক্ত পরিষ্কার করে—
স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূর করে।

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কসের

চাঁদমার্কা পাঁচন

ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

নূতন জ্বর ১ দিনে পুরাতন জ্বর ৩ দিনে
আরোগ্য হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—চাঁদমার্কা পাঁচনের জাল ধরা পড়ায় উহার প্রতিকারার্থে শিশির প্যাকিংএর কিছু পারিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাদা কাগজে নিয়মাবলী দেওয়া হইত। এখন প্রত্যেক শিশির গায়ে হলুদবর্ণের কাগজে পাঁচন প্রস্তুতের বিবরণ ছবি ও ব্যবহারবিধি এবং আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট, রেডিয়াম স্নো প্রভৃতির বিবরণ ছাপাইয়া পুস্তিকাকারে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ এখন হইতে বর্ত্তমান প্যাকিং দেখিয়া মাল গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইবেন ও খাঁটি জিনিষ পাইবেন।

সোল এজেণ্ট :—

বসাক ফ্যাক্টরী

৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

কয়েকটী অমূল্য রত্ন

১। আরোগ্য বৰ্দ্ধনী বটীকা :—যে কোন প্রকারের কঠিন বা বহুদিনের জ্বর দূর করিতে ইহার মত সিদ্ধ ঔষধ আর নাই। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, শরীরের দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া যায়, দেহে নব শক্তি সামর্থ্যের সঞ্চার করিয়া নব জীবন দান করে। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

২। নেত্রানন্দমন্দার :—দৃষ্টিশক্তির অল্পতা, ঝাপসা দেখা, ছানি প্রভৃতি কঠিন ২ চক্ষু রোগের দিব্য পরীক্ষিত ঔষধ। মূল্য অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ ঔষধ ১৲ টাকা মাত্র।

৩। বিসূচিকা বটীকা :—ওলাউঠা রোগের প্রতিষেধক এবং অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ। যথাসময়ে এই বটীকা সেবন করাইলে রোগী মৃত্যুর হাত হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা।

অন্যান্য ঔষধের বিবরণ জানিতে হইলে স্বাস্থ্যের সার "কামশাস্ত্র" পুস্তকখানির জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৃহত্তম ভারতীয় বীমা কোম্পানী

দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড।

(১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত)

বিলিকৃত মূলধন ৬ কোটী টাকা। বিক্রীত মূলধন কিঞ্চিদধিক ৩ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা। আদায়ী মূলধন কিঞ্চিদধিক ৭১ লক্ষ টাকা। মোট তহবিল কিঞ্চিদধিক ১ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে জীবনবীমা বিভাগের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বিক্রীত পলিসির পরিমাণ প্রথম বৎসরে কিঞ্চিন্ন্যূন ৩৯ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় বৎসরে ৭১ লক্ষ টাকা, তৃতীয় বৎসরে ৮৮,৩৭,২৫০ টাকা।

মোট দাবী মিটান হইয়াছে ৫৷৷০ কোটি টাকার উপর।

কলিকাতা অফিস, ১০০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

এক টাকায় ১২টী রবার ষ্ট্যাম্প—Book Post, Stamped, Cancelled, Copied, Urgent, Duplicate, Refused, Paid, Original, Order No, Filed, Registered. আট আনায় "ডেটিং ষ্ট্যাম্প" (১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক তারিখ ছাপা যায়)। আট আনায় "সেল্ফ ইঙ্কিং প্যাড" কালী দরকার হয় না। তিন টাকায় পকেট প্রেস বেশ বড় তিনখানা ব্লক ও সমস্ত সরঞ্জাম আছে; চিঠিপত্র নোটীশ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপার জন্য ছাপাখানার খরচ লাগিবে না। মাঝারী সাইজের পকেট প্রেস ২৲, ছোট ১৲। বুড়ো আঙুলের টিপ লওয়া রসঞ্জাম ১৲ টাকা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র।

পি, বি, সাপ্লাই এজেন্সী, পোষ্ট বক্স ১১৪০৪
কলিকাতা।

শ্রীনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুরমা

ফুলশয্যার সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, ঘোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কণ্টিক্স

বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিস—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, টুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ৷৷৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১৷৷০ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্‌
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা।

এজেণ্টস—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা